পাপাবহ—একথাও বলিতে পারা যায় না ; যেহেতু ১০।২৯ অধ্যায়ে শ্রীল ব্রজ-দেবীগণ "যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তি" ইত্যাদি শ্লোকে উত্তরপ্রদান করিয়াছেন। উত্তরে শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে পতি, পুত্র প্রভৃতির ততক্ষণ পর্য্যন্তই সেব্যত্ব, যতক্ষণ দেহেতে আত্মার অধিষ্ঠান থাকে। 'আত্মার সম্বন্ধ বিনা পতি-পুত্রাদি নামে কেহই নাই। পূর্ব্বে আত্মসংযোগে যে দেহে চন্দন-পুষ্পাদি দেওয়া হইত, আত্ম সম্বন্ধশূন্য হইলে সেই দেহকে সকলে শব বলে এবং মুখে আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া দেয়। অতএব মুখ্য সেব্য দেহ নহে আত্মা। সেই আত্মা প্রতি দেহেতে পৃথক তুমি কিন্তু নিখিল দেহধারীর আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। অতএব তুমিই পরম সেব্য এবং তোমাকে সেবা করিলেই পতি, পুত্র প্রভৃতি সকলেরই সেবা করা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আত্মসংবলিত জড়ীয় দেহের সেবা করিবার জন্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরমাত্মস্বরূপ তোমার সাক্ষাৎ পাইলেও কি অন্যের সেবা করিতে হয়? এইরূপভাবে শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণই যে মূলপতি, আর সকলেই ভূলপতি—ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামীও "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—যিনি গোপী এবং তাঁহাদের পতিও নিখিল ব্রজবাসীগণের সহিত মায়াদৃষ্টির অন্তরালে নিত্য বিহার করেন, তিনিই কখনও ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মানবনেত্রের গোচরে আসিয়া প্রকট বিহার থাকেন। এই শ্লোকে "অন্তশ্চরতি" পদে অপ্রকট লীলায় নিত্য বিহার সূচিত হইয়াছে। আবার "অধ্যক্ষঃ" পদে প্রকট লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে যিনি গোপীদের সঙ্গে অপ্রকট লীলায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মত নিত্যই বিহার করিতেছেন, তাঁহাদের উপপতিত্ব ঘটিবার অবসর কোথায়?

তবে যে তাঁহাদের "অন্য পতি" আছে বলিয়া শুনা যায়, সেটি উৎকণ্ঠা জন্মাইবার জন্য একটি লোকপ্রতীতিমূলক বাধা মাত্র। এই বাধাটি যদি না থাকে, তাহা হইলে রাগের অনর্গলতা প্রকাশ পায় না। অথচ সেই বাধাটি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যদি অন্য পতি থাকে, তাহা হইলে এই পরকীয়া ভাব ধর্ম্মদুষ্ট বলিয়া বিগর্হিত হইয়া পড়িত। যেমন শ্রীরাস প্রসঙ্গে গৃহে অবরুদ্ধতা গোপীগণের উৎকণ্ঠার পরিণামরূপ গুণময় দেহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা গুণময় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল না, অথচ যে দেহের সহিত অন্য গোপীগণের বিবাহ হইয়াছিল, সে দেহও ধ্বংস হইল। কিন্তু সেই সকল গোপীগণ সেই সব পতিম্মন্য গোপগৃহেই বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা যেমন